

📖 হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪. জালিয়াতি প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ৫. সাহাবীগণের সততা

এভাবে প্রত্যেক রাবীর ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বর্ণনার যথার্থতা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নিরীক্ষা ও যাচাই করেছেন। ‘রাবী’র ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁদেরকে এ যাচাই ও নিরীক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যাচাই ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে অনেক দেশ বরণে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেও তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন সাহাবীগণ। একমাত্র সাহাবীগণের ক্ষেত্রে মুহাদিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা নিরীক্ষা করেননি। তাঁরা সকল সাহাবীকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও সত্যপরায়ণ বলে মেনে নিয়েছেন।

ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ এবং শিয়াগণ মুহাদিসগণের এ সব মূলনীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস করেন না। বরং তারা সাহাবীগণকেই জালিয়াত বলে অভিযুক্ত করেন।

সাহাবীগণের সততা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের সততার বিষয়ে ‘হাদীসের’ নির্দেশনাও আমি এখানে আলোচনা করব না। আমি এখানে যুক্তি, বিবেক ও কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের সততার বিষয়টি আলোচনা করব।

(১) মুসলিম উম্মাহর মুহাদিসগণ সাহাবীগণের বিষয়ে মূলত ‘বিশ্বজনীন’ মানবীয় মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না কোনো মানুষের বিষয়ে মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে, ততক্ষণ তাকে ‘সত্যবাদী’ বলে গণ্য করতে হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। ‘তার সাথে তার ভাইয়ের মামলা বা শত্রুতা আছে’ এ অভিযোগে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বর্ণিত সংবাদ বা তথ্য বাতিল করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ এ নীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ পরস্পরে যুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন বিরোধিতা ও জাগতিক সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু কখনো কোনোভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অবস্থাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে যারা বিষোদগার করেন, তাঁরা একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, অমুক ঘটনায় অমুক সাহাবী হাদীসের নামে মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ইতিহাসে সাহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিত রয়েছে। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন বলে কোনো তথ্য প্রমাণিত হয় নি। কাজেই তাঁদের দেয়া তথ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো সাধারণ সন্দেহের ভিত্তিতে, হয়ত তিনি মিথ্যা বলেছেন এ ধারণার উপরে কারো সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

(২) আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বিচারের সময় তা নিরীক্ষা করতেন। অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনা তারা অনেক সময় যাচাই করেছেন। একটি ঘটনাতেও কারো ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যা বা জালিয়াতি ধরা পড়ে নি। বরং সাহাবীগণের সত্যবাদিতা, সততা, ও এক্ষেত্রে তাঁদের আপোসহীনতা ইতিহাস-খ্যাত। হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতা ছিল অতুলনীয়।

(৩) যে কোনো ধর্ম-প্রচারক বা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় তাঁর সহচরদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এজন্য সকল ধর্মেই নবী, রাসূল বা ধর্ম-প্রবর্তকের সহচরদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়। এদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনোভাবেই নবী-রাসূলের বাণী ও আদর্শ জানা সম্ভব নয়। সাহাবীগণের প্রতি সন্দেহ বা অনাস্থার অর্থই হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অস্বীকার করা এবং ইসলামকে ব্যবহারিক জীবন থেকে মুছে দেয়া। কারণ কুরআন, হাদীস বা ইসলাম সবই এ সকল সাহাবীর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি।

(৪) সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দুই চার জন্য মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে থেকেছেন এবং সাহাবী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদেরকেও যদি কেউ ‘প্রবঞ্চক’ বলে দাবি করেন, তবে তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যর্থতার দাবি করছেন।

একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ ‘সততা’ অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের ‘সততা’ অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কুরআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবু হুরাইরা সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন। মানবীয় দুর্বলতা, ক্রোধ, দলাদলি ইত্যাদি এক বিষয় আর প্রবঞ্চনা বা জালিয়াতি অন্য বিষয়। ধর্মের নামে জালিয়াতি আরো অনেক কঠিন বিষয়। কোনো ধর্ম-প্রবর্তক যদি তাঁর অনুসারীদের এ সব কঠিনতম পাপের পঙ্কিলতা থেকে বের করতে না পারেন, তবে তাকে কোনোভাবেই সফল বলা যায় না। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তার সাহচর্য-প্রাণ্ডের ধার্মিকতার উপর।

(৫) সর্বোপরি কুরআনে বিশ্বাসী কোনো মুসলিম কখনোই সাহাবীদের সততায় সন্দেহ করতে পারে না। কুরআনে বারংবার সাহাবীগণের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি নমুনা দেখুন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।”^[১]

এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভকারীদেরকে দু ভাগ করা হয়েছে: (১) প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণ এবং (২) তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারীগণ। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ অধিকাংশই ছিলেন প্রথম পর্যায়ে, অন্যেরা ছিলেন তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী।

কুরআন কারীমে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও সকল আনসারকে ‘প্রকৃত মুমিন’ ও জাহ্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^[২]

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে ‘বাইয়াতে রেদওয়ান’ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার কাছে ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।”^[৩]

হাদীস-বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এ ‘বাইয়াতে’ অংশগ্রহণ করেছিলেন। একজন মুনাফিকও এতে অংশ নেয় নি।

তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় বলা হচ্ছে:

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম।”^[৪]

হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একজন মুনাফিকও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ‘ঢালাও’ ঘোষণা দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।”^[৫]

অন্যত্র মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলামগ্রহণকারী উভয় প্রকারের সাহাবীগণকে ‘ঢালাওভাবে’ কল্যাণ বা জাহ্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

“তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”^[৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ সকলেই মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সংগ্রাম করেছেন।

সাহাবীগণের প্রশংসায়, তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ঈমান ও জাহ্নাতের সাক্ষ্য সম্বলিত আরো অনেক আয়াত কুরআন কারীমে রয়েছে।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আনাস ইবনু

মালিক, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আলী ইবনু আবী তালিব, উমার ইবনুল খাত্তাব, উম্মু সালামাহ, আবু মুসা আশ'আরী, বারা ইবনু আযিব, আবু যার গিফারী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবু উমামা বাহিলী, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, সাহল ইবনু সাদ, উবাদা ইবনুস সামিত, ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন, আবু দারদা, আবু কাতাদা, আবু বাক্র সিদ্দীক, উবাই ইবনু কা'ব মু'আয ইবনু জাবাল, উসমান ইবনু আফ্ফান প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী।

তারা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রসিদ্ধ সহচর, মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণকারী, তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী বা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার।

এখন যদি কেউ বলেন যে, তিনি কুরআন বিশ্বাস করেন, তবে এ সকল সাহাবীর সকলের বা কারো কারো সততায় বিশ্বাস করেন না, তবে তিনি মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক অথবা জ্ঞানহীন মুর্থ। কুরআন যাকে সফলকাম বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং কুরআন যার জন্য 'কল্যাণের' প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে তার সততার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ কুরআনের সাক্ষ্য অস্বীকার করা।

ফুটনোট

- [1] সূরা (৯) তাওবা: আয়াত ১০০।
- [2] সূরা (৮) আনফাল: ৭২, ৭৪ আয়াত; সূরা (৫৯) হাশর: ৮, ৯, ১০ আয়াত।
- [3] সূরা (৪৮) ফাত্হ: আয়াত ১৮।
- [4] সূরা (৯) তাওবা: ৮৮ আয়াত।
- [5] সূরা (৪৯) হুজুরাত: ৭ আয়াত।
- [6] সূরা (৫৭) হাদীদ: ১০ আয়াত।